রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১লা নভেম্বর, ১৯৯২/১৭ই কার্তিক, ১৩৯৯

জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯২ (১৬ই কার্তিক ১৩৯৯) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন

খনি ও খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু খনি ও খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই আইন খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ আবিস্কারের উদ্দেশ্যে কোন ভূমিতে খনিজ বা খনিজ সম্পদ থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স;

(খ) "খনিজ সম্পদ" অর্থে এমন বস্তু যাহা সাধারণতঃ প্রাকৃতিকভাবে ভূত্বকের অংশ হিসাবে পাওয়া যায় বা ভূত্বকের মধ্যস্থিত বা উপরিভাগস্থ পানিতে দ্রবনীয় বা নিলম্বিত থাকে, বা উক্তরূপ বস্তু হইতে নিষ্কাশন করা যায় এমন বস্তুকে বুঝাইবে, এবং—

(অ) সিরামিক, রিফ্রেক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরীতে ব্যবহৃত ক্লে;

মূল্য: টাকা ২·০০

(আ) রাসায়নিক জিনিস ঘষামাজা ও ঢালাই করার বালুর জন্য ব্যবহৃত সিলিকাবালুসহ সিলিকা (silica);

(ই) অক্ষত, খন্ডিত ও স্লাব আকারে ব্যবহৃত বালু, নুড়ীপাথর বা শিলা;

(ঈ) সকল প্রকার চুনাপাথর;

(উ) পিটসহ সকল প্রকার কয়লা;

(ঊ) কয়লা বা শেইল (shale) খনন, নিষ্কাশন বা উৎপাদন কাজের সহিত সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং কয়লা খনন কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় মিথেন (methane) গ্যাস;

(ঋ) কয়লা বা শেইল প্রাপ্তিস্থানে উক্ত পদার্থের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নিষ্কাষিত বা উৎপাদিত খনিজ তৈল বা গ্যাস;

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু—

(অ) জীবিত কোন বস্তু;

(আ) সামুদ্রিক পানি হইতে নিষ্কাষিত লবন, বা

(ই) পানি;

(ঈ) দি পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতাধীন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস;

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) "খনি" অর্থ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও অর্জনের উদ্দেশ্যে খনন কাজ;

(ঘ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) "ভূমি" অর্থে—

(অ) নদী, খাল, জলপ্রবাহ, জলপ্লাবিত এলাকার তলদেশ;

(আ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তবর্তী মহাসাগরের অন্তরস্থ কিংব বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি;

(ই) ভূমির অভ্যন্তরস্থ, উপরিস্থ ও উপরিভাগস্থ পানি,

কে বুঝাইবে।

৩। অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা, ইত্যাদি।—বিধির বিধান অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় অনুসন্ধান বা অন্বেষণ লাইসেন্স বা খনিজ ইজারা বা সুবিধা প্রদান করা যাইবে না।

৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুসন্ধান বা অন্বেষণ লাইসেন্স, খনি ইজারা বা সুবিধা প্রদান এবং খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা, ও সুবিধা প্রদানের পদ্ধতি ও শর্তাবলী, আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ ও আবেদন ফিস

(খ) অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা ও সুবিধা প্রদানের শর্ত;

(গ) অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স, খনি ইজারা ও সুবিধা প্রদানজণিত ফরম উহাদের নবায়ন ফরম;

(ঘ) অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স, খনি ইজারা ও সুবিধার আবেদন না-মঞ্জুর ও প্রদত্ত লাইসেন্স, ইজারা ও সুবিধা বাতিলের বিষয়;

(ঙ) লাইসেন্স প্রাপক বা ইজারা ও সুবিধা গ্রহিতা কর্তৃক প্রদেয় কর, ভাড়া ও রয়ালটি নির্ধারণ এবং উহা পরিশোধের শর্ত ও নিয়মাবলী;

(চ) আকরিক পদার্থের বিশোধন;

(ছ) খনিজ সম্পদের উৎপাদন, মজুদকরণ এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রণ;

(জ) ইঞ্জিন, মেশিন অথবা অন্য সাজসরঞ্জাম নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের উন্নয়ন;

(ঝ) খনিজ সম্পদের অপচয় রোধ;

(ঞ) অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন বন্ধকরণ এবং অবৈধভাবে উত্তোলিত খনিজ সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং উহাদের ব্যবস্থাপনা;

(ট) উপরিউক্ত বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ও আনুষংগিক যে কোন বিষয়।

৫। **দন্ড।**— বিধি দ্বারা ধারা ৪ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা লংঘনের দন্ডের বিধান করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে লংঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ৩ বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইতে পারেন।

৬। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**— সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) যে কোন খনিজ সম্পদ বা কোন শ্রেণীর খনিজ সম্পদকে বিধির সকল বা যে কোন বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে;

(খ) প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বিধির সংশোধন বা শর্ত সাপেক্ষে যে কোন খনিজ সম্পদ বা যে কোন শ্রেণীর খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বিধি প্রয়োগের বিধান করিতে পারিবে।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1967 (E. P. Act II of 1968) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন—

(ক) প্রণীত সকল বিধি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে;

(খ) প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, ইজারা ও সুবিধা, এই আইনের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন বা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, কার্যকর থাকিবে।

১৯৯২ সনের ৪০ নং আইন

Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P. O. No. 129 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।**— এই আইন The Bangladesh Shilpa Bank (Amendment) Act, 1992 নামে অভিহিত হইবে।

২। **P. O. No 129 of 1972 এর Article 17 এর সংশোধন।**— Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P. O. No. 129 of 1972) এর Article 17 এর clause (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

> "(2) Short term advances and loans may be made, according to the need, for the purpose of working capital of any industrial concern financed by the Bank."

আবুল হাশেম
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।